بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৮ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের অসাধারণ আর্থিক কুরবানীর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন এবং তাহরীকের জাদীদের ৯১তম নববর্ষের ঘোষণা প্রদান করে বিগত বছরের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াত পাঠ করেন যাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ*

অর্থাৎ, যারা নিজেদের ধনসম্পদ রাতে ও দিনে (এবং) গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। জামা'তের অনেক চাঁদার খাত রয়েছে যেমন, লাযেমী চাঁদা, চাঁদা আম, ওসীয়্যতের চাঁদা, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা। যখন যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় জামা'তের সদস্যরা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে অগ্রগামী হয়ে গোপনে এবং প্রকাশ্যে আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। কখনো এ চিন্তা করে না যে, তাদের অর্থাভাব সৃষ্টি হবে। বর্তমান যুগের মানুষ যখন জগৎমুখী এবং জগতের চাকচিক্যের সন্ধানে মগ্ন আর সম্পদ জড়ো করায় ব্যস্ত, তখন একমাত্র আহমদীরাই আর্থিক কুরবানীতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং এমনটি করতে পেরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। আহমদী অধিকাংশ সদস্য স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষ, তথাপি তারা অসাধারণভাবে নিজেদের পেট কেটে, পানাহারের ব্যয় সঙ্কোচন করে, সন্তানসন্ততির খরচ বাঁচিয়ে এই কুরবানীতে অংশ নিয়ে থাকে আর কখনো এ কথা বলে না যে, জামা'ত এত তাহরীক করে অথচ আমাদের আয় সীমিত, এগুলো কোথা থেকে আসবে? বরং আন্তরিকতা ও উদ্দীপনার সাথে কুরবানী করে থাকে। নিজেদের প্রয়োজন হলেও দাবির সাথে বলে না যে, আমাদেরও অমুক প্রয়োজন রয়েছে, এখন জামা'ত আমাদেরকে সাহায্য করুক। বরং এমন পরিস্থিতিতে তারা খুবই ইতস্ততার সাথে এবং বিনয় অবলম্বনের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরে আর তাও আবার ঋণের আবেদন করে। এছাড়া কিছু মানুষ কুরবানী করার উদ্দেশ্যে একটি কৌটা পৃথক করে রাখে আর কোনো স্থান থেকে অর্থের সংস্থান হতেই তাতে আর্থিক কুরবানীর উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেয়ার সময় সাদাসিধে জীবনযাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এ নির্দেশনা অনুযায়ী অনেকে নিজেরা সাদাসিধে জীবনযাপন করে, অথচ আল্লাহ্‌র পথে এতটা কুরবানী করে যা চিন্তাও করা যায় না। বর্তমানে জগৎপূজায় আসক্ত এসব দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে কুরবানী করাটা অনেক বড় একটি বিষয় আর যেসব দরিদ্র দেশ রয়েছে সেখানেও মানুষ অনেক কষ্টে জীবনযাপন করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে থাকে। কাজেই, এরাই প্রকৃত মু'মিন এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী।

উদাহরণস্বরূপ **তানজানিয়ার এক নবদীক্ষিত আহমদী আব্দুল্লাহ্ সাহেব** বলেন, আমি চাঁদা প্রদানের দুটি কল্যাণ লক্ষ্য করেছি। প্রথমত, এরপর আমার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, যখনই আমি ব্যবসা করি ও দোকান পরিচালনা করি, আমার দোকানের সমস্ত মালামাল দ্রুত

বিক্রি হয়ে যায় আর এভাবে আমার মুনাফাও হয়। আমি মনে করি, এ সবই খোদা তা'লার পথে আর্থিক কুরবানীর ফল।

কাজাখিস্তান থেকে এক ভাই যাদা নউফ সাহেব সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে চাঁদায় অংশ নেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য, পেনশন পান। যখনই পেনশনের টাকা হাতে পান কেন্দ্রে এসে চাঁদা পরিশোধ করেন। তিনি বলেন, খোদা তা'লা আমাকে চাঁদার বদৌলতে এত কল্যাণ দান করেছেন যে, আমার যেসব কাজ বন্ধ থাকে সেটিও খোদা তা'লা করিয়ে দেন। তিনি গোডাউন তৈরির উদ্দেশ্যে একটি ব্যবসায়িক বিল্ডিং নির্মাণ শুরু করেন আর এতে তিনি তার সম্পূর্ণ পুঁজি বিনিয়োগ করেন। কিন্তু সব অর্থ ব্যয় করার পরও কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় তিনি তার একটি এপার্টমেন্ট বিক্রয় করতে চাচ্ছিলেন যেন তা ব্যবসার কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু এর গ্রাহক পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি দোয়া করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা একজন গ্রাহক প্রেরণ করেন যিনি এটি ক্রয় করেন, ফলে গোডাউনের কাজ তিনি পুনরায় শুরু করেন। কিন্তু এরপর তিনি তাদের বাসস্থান নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। অথচ এরপর সেই গ্রাহকই যাকে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছিলেন তাকে এখানে আরও এক বছর থাকার অনুমতি দেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তার আবাসনের ব্যবস্থাও করে দেন আর নির্মাণের যে কাজ অসম্পূর্ণ ছিল তাও সম্পন্ন হয়। তিনি বলেন, আমি মনে করি, এ সবকিছু চাঁদার কল্যাণে এবং আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানীর ফলে হয়েছে।

ইউরোপের দেশ জর্জিয়ার এক মেডিকেল শিক্ষার্থী বলেন, জামা'তের এক মিটিংয়ে প্রেসিডেন্ট সাহেব চার বছর পূর্বে দীক্ষা নেয়া এক নবদীক্ষিত যুবকের ঘটনা তুলে ধরেন যে অনেক অগ্রগামী হয়ে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করে। এটি তার আত্মাভিমানে লাগে যে, সে একজন নতুন আহমদী হয়েও তার চেয়ে অগ্রসরমান। তাই তিনি পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি করে চাঁদা দেয়ার অঙ্গীকার করেন। এরপর চাঁদা দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পার্টটাইম ট্যাক্সি চালাতে থাকেন এবং এ পথে উপার্জনের অর্থ দিয়ে চাঁদা পরিশোধ করতে থাকেন। তিনি বলেন, একথা ভেবে আমি আনন্দ পেতে থাকি যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য আমি এ কাজ করছি। অনেক সময় গাড়িতে পেট্রোল ভরার টাকা থাকত না, তখন আমি ঋণ নিতাম এবং নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করতাম। এভাবে আমি আমার অঙ্গীকারের পুরো অর্থ যথাসময়ে পরিশোধে সমর্থ হয়েছি যা আমি নিজেও কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা চাঁদা প্রদানের উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

জার্মানির এক জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেছেন, সেই জামা'তের নির্ধারিত টার্গেট পূর্ণ হয়ে যায়। এরপরও তারা মসজিদ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত চাঁদা প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে থাকেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ সাহেব তাহরীকে জাদীদের চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। [পূর্বে এখানে চাঁদা আদায়ের হার কম ছিল। ২০১৯ সাল থেকে তাদের আর্থিক কুরবানীর মান অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কয়েক হাজার ইউরোর স্থলে এখন এর পরিমান লক্ষে পৌঁছেছে।] এমন সময় একজন ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী তার এক মাসের ভাতা চাঁদা হিসেবে প্রদান করে যা দেখে সাধারণ সদস্যরাও উৎসাহিত হয়। এটি দেখে এক ভদ্রলোক অনেক বড় অঙ্কের চাঁদা প্রদান করেন এবং পরবর্তী বছর দ্বিগুণ চাঁদা প্রদানের ওয়াদা করেন আর তদনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পরিশোধের সৌভাগ্যও লাভ করেন। এ কুরবানীর প্রভাবে তিনি সাদাসিধে জীবনযাপন করেন। সেক্রেটারী মাল সাহেব বলেন, তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে অনুমান করা যায় না যে, তিনি এত বড়ো অঙ্কের কুরবানী করেছেন।

কেরালার এক সদস্যের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। আয়ের কোনো উৎস ছিল না। তিনি বলেন, আমি চিন্তা করে ফুটপাথে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করি। এরপর সেই উপার্জন থেকে নিয়মিত হিসাব করে চাঁদা প্রদান করতে থাকি। তিনি বলেন, এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি মোটা অঙ্কের চাঁদা প্রদান করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যান্য লোকের ব্যবসা যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে গত দুই তিন বছরে আমার ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তার আয়-উপার্জনে প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন।

বাংলাদেশের এক মেয়ে লিখেছে, আমি ওয়াক্‌ফে নও। আমি চাঁদা দিয়ে থাকি এবং খুতবা শ্রবণ করি। ফলে আল্লাহ তা'লা আমার হৃদয়ে ঈমান সৃষ্টি করেছেন আর আমি যে শিক্ষা বৃত্তি পাই তা থেকে চাঁদা প্রদান করি আর আল্লাহ্ তা'লা এতে এত বরকত দান করেন যা আমার চিন্তার ঊর্ধ্বে।

কানাডা ক্যালগেরিতে এক যুবক পড়াশোনা করছিলেন, সবাই তাকে বলে, পড়াশোনার সময় চাকরি পাওয়া কষ্টকর। কিন্তু তিনি অনেক দোয়া করেন। ফলে এখন তিনি তাহরীকে জাদীদের প্রথম সারির চাঁদা প্রদানকারী সদস্যদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছেন। তার চাঁদার পরিমাণ প্রায় এক হাজার ডলার। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি এমন অনুগ্রহ করেছেন যে, তিন দিনের মধ্যে আমার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যায় অথচ আমার কোনো সেমিস্টারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

আমেরিকার ডালাস জামা'তের এক শিক্ষার্থী পিতামাতার কাছ থেকে দুপুরের খাবারের জন্য যে অর্থ পেতেন তা থেকে (বড় একটি অংশই) তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিতে আর নিজে নিতান্ত সাধারণ খাবার খেয়ে নিতেন। তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্‌র কৃপা যে, এরপর আমার পরীক্ষার ফলাফল অনেক ভালো হয় এবং জীবনে প্রশান্তি লাভ করি। আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করাটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত ছিল।

অতঃপর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, বর্তমানে আহমদীয়া জামা'তকে এমন অনেক সদস্য দান করেছেন যারা কুরবানী করে থাক এবং প্রতিনিয়তই তারা পূর্বের চেয়ে অগ্রসর হচ্ছে। চব্বিশ ঘন্টাই পৃথিবীর কেনো না কোনো জামা'তে কুরবানীর এ ধারা অব্যাহত আছে আর এভাবে এক উম্মতের ন্যায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে যা অন্যদের থেকে জামা'তে আহমদীয়াকে পৃথক সাব্যস্ত করছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের এই মনোবাসনা জামা'তের উন্নতির সোপান আর যতদিন পর্যন্ত জামা'তের সদস্যদের মাঝে এ চেতনা অবশিষ্ট থাকবে ততদিন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপায় জামা'তকে সিঞ্চিত করতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযূর (আই.) তাহরীকে জাদীদের ৯১তম নববর্ষের ঘোষণা দেন এবং বিগত বছরের বিভিন্ন পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন। গত বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিশ্বব্যাপী জামা'তে আহমদীয়া ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮ হাজার পাউন্ড প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এক্ষেত্রে চাঁদা প্রদানের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানি, এরপর যুক্তরাজ্য আর তারপর রয়েছে যথাক্রমে আমেরিকা, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ এবং ঘানা। আরও কিছু দেশ আছে যারা কাজের অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নতি করেছে, এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। যদিও বাংলাদেশের অবস্থা চরম সংকটাপূর্ণ। জামা'তের অনেকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং অনেকের বাড়িঘর এ বছরই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পরিস্থিতি উন্নত করুন এবং তাদের নিষ্ঠা ও ঈমানে সমৃদ্ধ করুন। বাংলাদেশের জন্য দোয়া করুন এবং পাকিস্তানের

জন্যও দোয়া করুন। চরম শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও তারা অনেক কুরবানী করছেন। আল্লাহ্ তা'লা সবার আর্থিক কুরবানী কবুল করুন এবং তাদের ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দিন, আমীন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর আনোয়ার (আই.) দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচরণ করেন এবং নামাযের পর তাদের জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। তাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন, মোকাররমা আমিনা চাকমাক সাহী সাহেবার, যিনি সম্প্রতি লণ্ডনে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তিনি টার্কিশ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র নির্দেশে এমটিএ'তে হুযূরের খুতবা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। তিনি একজন পূণ্যবতী নারী ছিলেন, আমৃত্যু জামা'তের মূল্যবান সেবা করেছেন। তিনি কার্টিশ ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সহ জামাতের বিভিন্ন বই-পুস্তকও অনুবাদ করেছেন। প্রয়াত আমিনা সাহেবার তবলীগে তার পরিবারের অনেকেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। এরপর হুযূর নরওয়ে নিবাসী মাহমুদ আহমদ আইয়্যাজ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন, তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। হুযূর উভয় মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামীল দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)